শত্রুযোদ্ধা

মূল

মোয়াজ্জেম বেগ

সহলেখক

ভিক্টোরিয়া ব্রিটেইন

রূপান্তর

মুহাম্মাদ নাফিস নাওয়ার

প্রজন্ম
মুক্তচিন্তায় স্বাধীনতা
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: ০১৫৭২ ৪১০ ০১৮
www.projonmo.pub

শত্রুযোদ্ধা

প্রকাশকাল: আগষ্ট ২০২১
প্রচ্ছদ: ওয়াহিদ তুষার

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com/projonmo
amaderboi.com/projonmo

প্রজন্ম পাবলিকেশনের পক্ষে আহমদ মুসা ও ওয়াহিদ তুষার কর্তৃক ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত; তানভীর প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

ShotruZoddha by Moazzam Begg
Published by Projonmo Publication
Copyright © Projonmo Publication
ISBN: 978-984-95578-4-5

সূচিপত্র

- লেখকের কথা.....৫
- বেআইনি বন্দীত্ব.....৭
- দ্যা লিংকস.....২৪
- দ্যা আন্ডারডগস.....৪৩
- মার্সি মিশন.....৫৭
- 'ইংলিশ, ৫৫৮'.....৯৯
- অগ্নিপরীক্ষা.....১২৫
- শয়তানের দূত.....১৪৭
- নির্জন অনুরণন.....১৭২
- শক্তিপরীক্ষা.....২০০
- বিভ্রমের যন্ত্রণা.....২৩১
- কাঁটাতারের ঝনঝনি.....২৫৬
- বিচার নামের তামাশা.....২৮৪
- জানো, আমি কে?.....৩১৫
- শেষকথা.....৩৪৪
- Homeward Bound.....৩৫০

লেখকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রথমবার যখন গুয়ান্তানামো থেকে ফিরে আসি, তখন ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিলাম আমি। ভেবেছিলাম, এই কাজটা বুঝি আমি একা একাই শেষ করে ফেলতে পারবো। বলা যায়, উদ্বিগ্নতার পাশাপাশি বেশ খানিকটা বোকামিও ছিল এতে। অবশ্য খুব জলদিই বুঝে গিয়েছিলাম যে, কাজটা কীভাবে শুরু করতে হবে—আসলে এ ব্যাপারে আমার কোনো স্বচ্ছ ধারণাই নেই। যাই হোক, ভাগ্য যে খুব ভালো ছিল, এটা আমাকে বলতেই হচ্ছে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমার দেখা হয়ে যায় ভিক্টোরিয়া ব্রিটেইন-এর সাথে। তার সাথে দেখা হয়ে আনন্দ আর বিস্ময়ের যুগলবন্দীতে আমি আবিষ্কার করি—গুয়ান্তানামোতে বন্দী থাকা প্রতিটি মানুষের পরিবার-জীবনের সাথে তিনি জড়িয়ে আছেন সক্রিয়ভাবে। মানুষের জন্য যারা ভালোবাসা রাখেন, সেইসব মানুষদেরই একজন তিনি।

Guantanamo : Honor Bound to Defend Freedom নাটকটি নিয়ে তাঁর কাজের খবর জেলে থাকাকালীন সময়ই আমার কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। তাই যখন আমার এই কাহিনী লেখার কাজে সাহায্য করবার জন্য কাউকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম আমি, সৌভাগ্যবশত আমাকে খুব একটা কষ্ট পোহাতে হয়নি।

বিশেষ করে আমি কৃতজ্ঞ থাকব ফিরোজ আব্বাসী (যিনি আমাকে শিরোনাম নির্ধারণের ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছিলেন), আবু বকর, অ্যান্ড্রু গর্ডন, ক্লিভ স্ট্যাফোর্ড স্মিথ, গ্যারেথ পিয়ার্স, প্যাট কাভানাগ, জন গিটিংস এবং আমার বাবা আযমত বেগ—এদের সকলের কাছেই। আমার এই কৃতজ্ঞতা থাকবে পাণ্ডুলিপি পরিমার্জন, সংশোধন ও বিভিন্ন রকম পরামর্শের ক্ষেত্রে তাদের আন্তরিক সহযোগিতা এবং অমূল্য অবদানের জন্য। এ ছাড়াও আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই সীমা আহমেদ, এডউয়িনা বারস্টো, হান্নাহ করব্যাট, টিম ওটি, তারিক সাদিক্ব, মাইকেল র‍্যাটনার, হেলেন, মাইক ওল্ডফিল্ড, রোনান ব্যানেট, শিলা জশুয়া, ম্যারি, গাই ও আমেরিকা থেকে জশুয়া ড্রেটেল, মেজর ড্যান মরি, নিয়াল কাটিয়াল এবং ডেভিড রেমেসকে।

বইটার কাজ সম্পন্ন করার জন্য আমি মাঝেমধ্যেই আবেগের বশে কাজ করেছি এবং এসবের কোনোটাই আমার স্ত্রী যায়নাবের ধৈর্য আর সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব হয়নি। আমার বড় সন্তান উমামাহ এবং আবদুর রাহমান—তাদের বয়স অল্প হওয়া স্বত্ত্বেও

আমার কাজের অগ্রগতি নিয়ে সবসময়ই তারা ছিল গভীর আগ্রহী। প্রায় সময়ই ওরা বইয়ের কিছু অংশ করে পড়ে দিতো। এই কাজের পেছনে আমার প্রেরণার এক বড় উৎস ছিল আমার সন্তানেরা।

এই বইয়ের সংলাপগুলো মূলত আমার স্মৃতি থেকে নেওয়া। বড় নোটগুলো নেওয়া হয়েছে হয় কোনো আইনজীবী থেকে, নয়তো আমারই বিভিন্ন লেখা থেকে। যাদের থেকে আমাদের আলাপচারিতার কন্টেন্টগুলো ঝালিয়ে নেওয়া হয়েছে, তাদেরকে একত্রিত করতে পারাটা ছিল আমার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। যদিও এই বইয়ের কিছু সংলাপ একেবারেই আক্ষরিক, বিশেষ করে সাম্প্রতিক সংলাপগুলো; তবে অধিকাংশ সংলাপই সাজিয়ে-গুছিয়ে নেওয়া হয়েছে।

-মোয়াজ্জেম বেগ

বেআইনি বন্দীত্ব

মধ্যরাত। ইসলামাবাদ, ৩১ জানুয়ারি ২০০২।

সুনসান বাড়ি। যায়নাব আর আমাদের বাচ্চাকাচ্চা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। লম্বা একটা দিন কেটেছে ওদের। কাবুল থেকে ওর একজন বান্ধবী তার দুই সন্তান নিয়ে বেড়াতে এসেছেন আমাদের বাড়িতে, তারাও ততক্ষণে শুয়ে পড়েছেন। আমি তখনও জেগে—কম্পিউটারে একটা চিঠি টাইপ করছিলাম; তার পর গেইম খেলতে শুরু করে দিলাম। ডোরবেলের আওয়াজে ঘড়ির দিকে তাকালাম। প্রথমে ভেবেছিলাম—কেউ বুঝি ভুল করে চলে এসেছে; নয়তো আশপাশের কারও ইমার্জেন্সি কোনো প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

ভয় পাচ্ছিলাম না, যদিও কিছুটা অদ্ভুত লেগেছিল ওই সময়ে বেল বাজার কারণে। দরজা খুলে দিলাম। আমার মোজা পরা পা দুটো ওখানেই স্তব্ধ হয়ে রইলো। দেখলাম, একদল মানুষ দাঁড়িয়ে আছে আমার দরজায় আর প্রথম যে জিনিসটা বুঝতে পারলাম, সেটা হচ্ছে—আমার মাথায় একটা অস্ত্র ধরে রাখা হয়েছে। সামনের খোলা দরজা দিয়ে আমাকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হলো লিভিং রুমের দিকে, ঠিক যেখানে আমার শান্ত সন্ধ্যার পরিসমাপ্তি ঘটে গেল ক্রমেই ঘনিয়ে উঠতে থাকা আতঙ্ক আর শঙ্কার মধ্য দিয়ে। আমাকে হাঁটু ভেঙে বসতে বাধ্য করা হলো। আমার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল অদ্ভুত-দর্শন, দুর্বোধ্য একদল লোক, যাদের কেউই পুলিশী পোশাকে ছিল না; সবাই ছিল সাধারণ পাকিস্তানী আর প্রত্যেকের পরনেই ছিল পশ্চিমা পোশাক।

একটা শব্দও বেরুলো না ওদের মুখ থেকে। এমনকি আমাকে জিজ্ঞেসও করল না আমি কে। আমি তো যে কেউ-ই হতে পারি! নতজানু অবস্থায় বসিয়ে রাখা হয়েছিল আমাকে। এমন সময় চোখের কোণা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম কয়েকজন আমার স্ত্রী আর পরিবারের অন্য সদস্যরা যে রুমগুলোতে শুয়ে আছে সেদিকে যেতে শুরু করেছে। তাদেরকে রক্ষার এক তাৎক্ষণিক প্রচেষ্টা হিসেবে বলে উঠলাম—"ওদিকে যাবেন না প্লিজ, আমার পরিবার ওখানে ঘুমিয়ে আছে।"

তারপর আর কিছু দেখতে পেলাম না। ওরা আমার মাথায় কাপড়ের হুড পরিয়ে দিলো। হাত দুটো পেছনে টেনে নিয়ে হ্যান্ডকাফ লাগিয়ে দিলো। গোড়ালি শক্ত করে বাঁধা হলো ফ্লেক্সিকাফ দিয়ে। আমাকে বয়ে নিয়ে তোলা হলো ড্রাইভওয়েতে পার্ক করে রাখা গাড়িতে। কোনো প্রতিবেশী জেগে থাকলেও জানার সুযোগ ছিল না এখানে কী ঘটছে। বাড়িটা ছিল অন্যসব বাড়ি থেকে আলাদা আর দেয়াল ও গেইটগুলোও ছিল যথেষ্ট উঁচু।

চার বাই চার মাপের সমতল একটা জায়গায় আমাকে ফেলে দেওয়া হলো। গাড়ি চলতে শুরু করার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই কেউ একজন আমার মাথার উপর চেপে বসে থাকা হুড এতটুকু তুলে দিলো, যাতে আমি দেখতে পারি। হুট করে মুখের উপর এসে পড়লো ক্যামেরার ফ্ল্যাশলাইটের আলো। পেছনে দেখলাম খুব বাজেভাবে ছদ্মবেশ নেওয়া এক আমেরিকানকে, যে পাকিস্তানী পোশাক পরে আছে। মাথায় পাকিস্তানীদের মতো করে কাপড় পেঁচানো; কিন্তু নিশ্চিতভাবেই লোকটা পাকিস্তানী ছিল না। চরম

বিপজ্জনক অবস্থায় থাকার পরও আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল হো হো করে হাসি; লোকটাকে হাস্যকর লাগছিলো। কোনো শব্দ করল না লোকটা, চুপচাপ আমার একটা ছবি তুললো। এবার আমার পাশেরজন এক জোড়া হ্যান্ডকাফ তুলে ধরল। সে-ও আমেরিকান, তবে প্রথমজনের চেয়ে কিছুটা ভালো কাপড়-চোপড় পরা, মাথায় আফগানী ক্যাপ। যদিও আমার হাতে আগে থেকেই হ্যান্ডকাফ লাগানো ছিল, তবু সে আমার সামনে তার হাতের কাফ জোড়া ঝাঁকিয়ে দেখাল।

—"জানো, এই হ্যান্ডকাফ আমি কোথা থেকে পেয়েছি?"

—"নো আইডিয়া। আমি কেমন করে জানবো?"

—"এটা আমাকে দিয়েছে ৯/১১-এর এক ভিক্টিমের স্ত্রী।"

শান্ত থাকলাম আমি। বললাম—"ওই মহিলা তোমাকে বোকা ভাবতে পারে; কারণ, ভুল লোককে ধরে নিয়ে যাচ্ছো তুমি।"

তারপর সে হাতকড়াগুলো আগেরগুলোর উপরে লাগিয়ে দিলো। বিশ্বাস করতে পারছিলাম না কিছু। বুঝতে পারছিলাম না—এসব কি আসলেই ঘটছে?

আমি পাকিস্তানীদের কাছে অনুরোধ করতে চেষ্টা করলাম। স্থানীয় হিসেবে তাদের সাথে কথা বললাম উর্দুতে। আমেরিকানরা অবশ্য আমার সাথে পরিচিত ছিল না। আমি তাদের বললাম—"দেখো, যদি আমি অন্যায় কিছু করেই থাকি, তাহলে যা করার, বৈধ পন্থায় করো। আমাকে ব্রিটিশ কনসালের সাথে যোগাযোগ করতে দাও, অথবা একজন আইনজীবীর ব্যবস্থা করে দাও, আর আমার পরিবারের সাথে একটু যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দাও। আমার ফোনটা দাও, আমি জানতে চাই—ওরা সবাই ঠিক আছে কি না।" আমি তাদের কাছে এভাবে নিজের পক্ষে ওজর পেশ করেই যাচ্ছিলাম আর এদিকে গাড়ি চলছিলো তো চলছিলোই। ওরা আমাকে এভাবে স্রেফ উপেক্ষা করে চলছে, এটা আমার বিশ্বাসই হচ্ছিলো না। এভাবেই আমরা পথ চলছিলাম, কিন্তু দশ মিনিটের জন্য এক জায়গায় গাড়িটা থেমে গেলো।

প্রথমে আমেরিকানদের সামনে পাকিস্তানীরা কিছু বলছিলো না। তারা এমনকি কোনোরকমের প্রতিক্রিয়া পর্যন্তও দেখায় নি। নিজেদেরকে কাঠখোট্টা ও শক্ত বানিয়ে রেখেছিলো লোকগুলো। আমি ওদের সাথে কথা বললাম উর্দু রীতিতে। বয়সে বড়ো—যাদেরকে আমরা 'আঙ্কেল' বলে ডাকি—তাদের কারও সাথে যেভাবে কথা বলতে হয়, সেভাবেই কথা বললাম ওদের সাথে। কিন্তু ওরা ঠাণ্ডা আর নিরুত্তর হয়ে বসে রইলো। এটা পাকিস্তানীদের স্বভাব-চরিত্রের সাথে একেবারেই খাপ খায় না, বড়োই বেখাপ্পা আচরণ।

কিন্তু এটা ছিল এক গুপ্ত দুনিয়া, এবং আমাকে সম্পূর্ণ সরকারি অনুমোদনে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। লোকগুলোর নীরবতা আর অদ্ভুত টেনশনে ভরা পুরো পরিবেশ আমার কাছে এই অনুমোদনের ব্যাপারটা স্পষ্ট করে দিয়েছিলো। আমি বুঝে গিয়েছিলাম যে, লোকগুলো খুব চাপের মধ্যে আছে।

ওরা আমাকে গাড়ি থেকে বের করে নিয়ে এলো। খুব সম্ভবত আমেরিকানরা ছিল ওদের পেছনে (ওদের হ্যান্ডকাফ ফেরত নেওয়ার পর); ওদেরকে এর পর আর দেখা

যায়নি। আমার মনে হলো ওরা আমাকে ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের কোনো একটা ফ্যাসিলিটিতে নিয়ে এসেছে। ভাবছিলাম, হয়তো আমাকে কোনো সেলে রাখা হবে এখন। বাস্তবে ঘটল তার উলটো। পাকিস্তানীরা আমাকে নিয়ে এলো বেশ উন্নত একটা কামরায়। একটা সোফা, একটা চেয়ার, ফ্লোরে একটা পাটির সাথে একটা লেপ, একটা বালিশ এবং একটা জানালাও ছিল ওই রুমে। কিন্তু ওরা চটপট জানালাটা মাস্কিং টেপ দিয়ে ঢেকে দিলো, যাতে বাইরের জগতে আমি চোখ বুলাতে না পারি। এর পর প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মতো জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো আমাকে। ফর্মাল কিছু প্রশ্ন; যেমন—নাম কী? ঠিকানা কোনটা? কোথায় কোথায় গিয়েছি? পাকিস্তানে এখন আমি কী করছি?—ইত্যাদি সব মিলিয়ে দশটার বেশি প্রশ্ন হবে না। প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করল সেই লোকটা, গাড়িতে যাকে আমি 'আঙ্কেল' বলে ডেকেছিলাম। লোকটার কাছে একটা সাদা এ-ফোর সাইজ কাগজ ছিল, তাতে সে সব তথ্য লিখে নিল। যদিও এগুলো সবই ছিল স্রেফ নরমাল ফর্মালিটিজ। সবকিছুই স্বাভাবিকভাবে ঘটছিলো, অস্বাভাবিক কিছু এতে ছিল না। তবে তার চেহারায় একটা টান টান উত্তেজনা আমার নজর এড়ায়নি। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম, আমাকে আমার ঘর থেকে এভাবে তুলে নিয়ে আসার ব্যাপারে তাকে নিজের সাথে নিজেকে লড়তে হচ্ছে। প্রচণ্ড অস্বস্তিতে ভুগছিলো লোকটা।

প্রথম যে জিনিস সে আমাকে বলল, সেটা হলো, "দেখো বেটা, আমি জানি না তুমি কী করেছ এবং কেন তোমাকে আমেরিকানরা এত মরিয়া হয়ে পেতে চাইছে। কিন্তু তুমি দেখতে পাচ্ছো আমি তোমাকে কোনো সেলে না নিয়ে এরকম একটা রুমে নিয়ে এসেছি। আমি জানি তুমি পাকিস্তানের ভেতর অন্যায় কিছু করোনি এবং এই মাঝরাতে তোমার বাড়িতে যাওয়াটা আমার কাছে খারাপ লেগেছে। আমি দেখেছি তোমার বাড়ি কেমন, দেখেছি তোমার পরিবার কেমন। কোনো ঝামেলা বাঁধাবার মতো লোক মনে হয়নি তোমাকে।" লোকটা বলে চলল, "একমাত্র আমেরিকানদের জন্যই আমরা এটা করতে বাধ্য হয়েছি।"

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনারা যদি মনে করেই থাকেন আমি কোনো কিছু করিনি, তবে যা করিনি তার জন্য কেন আপনারা ওদের কথামতো কাজ করছেন? কেন আপনারা আমার সাথে এমনটা করলেন, কেনই বা আপনারা আমেরিকানদের খুশি করতে এত কষ্ট করছেন?"

"যদি আমরা এমনটা না করি, তাহলে প্রেসিডেন্ট বুশের বাহিনী আমাদের উপর শক্ত আঘাত হানবে। তুমি তাদের বক্তব্য শোনোনি, "হয় আমাদের পক্ষে নয়তো আমাদের বিপক্ষে"? অতএব, কোনো না কোনো পক্ষ আমাদের নিতেই হচ্ছে।" আমি তখনই ধরে ফেললাম যে, এরা হচ্ছে পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা 'আইএসআই'-এর লোক। এরা ছাড়া আর কে-ই-বা আছে, যারা ফুল আমেরিকান সাপোর্টে আমাকে এভাবে কিডন্যাপ করতে পারে?

ইতোমধ্যে আমার হ্যান্ডকাফ খুলে নেওয়া হয়েছে। সেই সাথে ফ্লেক্সিকাফটাও কেটে দেওয়া হয়েছিল, তবে বেশ কিছুটা সময় খরচ হয়েছে এতে। ভোঁতা একজোড়া কাঁচি ব্যবহার করে একজন গার্ড কেটে দিচ্ছিল ওগুলো। রুমে কিছু মেরামতি চলছে দেখতে

পেলাম। দেয়ালে একটা গর্ত, ওখানে কয়েকটা ইট নেই হয়ে গেছে। ওই ফাঁকটা দিয়ে আমি বাইরে দেখতে পাচ্ছিলাম। কথাবার্তা শেষ হয়ে যাওয়ার পর গার্ড রাতের জন্য আমার হাত একটা চেয়ারের সাথে বেঁধে রাখল। যদিও মুখে কিছু বলেনি সে, তবুও কারণটা মোটামুটি স্পষ্টই ছিল। যাই হোক, হাতকড়াটা এত বড় ছিল যে আমি সহজেই এর মধ্য দিয়ে হাত পিছলে বের করতে পারছিলাম। গার্ড বেরিয়ে যাওয়ার পরই বাকি রাত আমি হাতটা বের করে রাখলাম। অবশ্য কেউ এসে পড়লেই আবার হাত ঢুকিয়ে দিতাম। আমি খুব করে চাচ্ছিলাম, এই অগ্নিপরীক্ষা ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই শেষ হয়ে যাক। যদি কয়েক দিনেও এটা না হয়, তাহলে হয়তো এটা একটা মিসটেক। তাই আমি পালানোর কথা ভাবছিলাম না; অন্তত তখন পর্যন্ত না।

চেয়ারে টানটান হয়ে বসে পকেটে হাত ঢোকালাম। মোবাইলের অস্তিত্ব ঠেকল হাতে। আমি কম্পিউটারের সামনে বসা ছিলাম, যথারীতি এটাও আমার পকেটেই ছিল। ওরা একবারও আমার দেহ তল্লাশি করেনি। ফোনটার কথা আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম, কিন্তু এখন এটাকে মনে হতে লাগল একটা সত্যিকারের লাইফলাইন। প্রথম যে কাজটা আমি করলাম, তা হলো, ফোন দিলাম আমার ঘনিষ্ঠ এক বন্ধুকে। মোটামুটি কাছাকাছিই থাকত সে। তখন প্রায় দুটো বাজে। ঘুমে ভরা কণ্ঠে ফোন ধরল সে। ফিসফিসিয়ে আমি তার সাথে কথা বলতে শুরু করলাম এবং আশ্চর্যজনকভাবে সেও আমার সাথে ফিসফিসিয়েই কথা চালিয়ে গেল। সব খুলে বললাম তাকে। জানতে চাইলাম, সে কি একবার আমার ঘরে গিয়ে দেখে আসতে পারবে কি না যে সব ঠিকঠাক আছে কি না। যদি সবকিছু ঠিকঠাক দেখে, তাহলে সে যেন পাকিস্তানে থাকা আমার কিছু আত্মীয়-স্বজনের সাথে যোগাযোগ করে। তারপর আমি ফোন করলাম বার্মিংহামে, আমার বাবাকে। নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে আমি এখান থেকে, এই বন্দীশালা থেকে একটা ইন্টারন্যাশনাল কল করতে পারছি। আবারও আমি ফিসফিসিয়ে কথা বললাম। বাবাকে জানালাম কী কী ঘটেছে আর কী কী আমি জানতে পেরেছি। আমেরিকানরা আমাকে ধরে নিয়ে আসার সময় আমার সাথে ছিল এবং তাদের অর্ডারেই যে আমাকে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে এটাও বাবাকে জানিয়ে দিলাম। আমি তাকে বললাম, আমার সলিসিটর গ্যারেথ পিয়ার্সকে সব জানাতে এবং পাকিস্তানে আমাদের কিছু আত্মীয়-স্বজনের সাথে যোগাযোগ করতে। আরও বললাম, যাইনাব আর আমার সন্তানদের কোনো নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিতে। আমি এটা ভেবে ভয় পাচ্ছিলাম যে, বাবা না জানি কত চিন্তায় পড়ে যাচ্ছেন। বিশেষ করে আমি জানতাম যে, মাত্রই উনার একটা হার্ট বাইপাস অপারেশন হয়েছে। কিন্তু এটা ছাড়া আর কী-ই-বা আমি করতে পারতাম! আসলেই জানা ছিল না আমার।

বাবা নিশ্চিতভাবেই প্রচণ্ডরকম শকড ছিলেন, যদিও উনি ফোনে আমার সাথে ফিসফিসিয়েই কথা বলছিলেন। তাই উনার গলা শুনে উনি কেমন আছেন, সেটা বুঝাটা ছিল আমার জন্য বেশ কঠিন। ইতোমধ্যে ব্যাটারির চার্জও ফুরিয়ে আসছিল আর ফোনেও একটা কল এসেছিল। ফোনে কোনো নম্বর ওঠেনি, অতএব নিশ্চিত এটা একটা আন্তর্জাতিক নম্বর। কিন্তু কলটা রিসিভ করতেই ব্যাটারিটা ডেড হয়ে গেল। রুমে প্লাগ

পয়েন্ট ছিল। কার্পেট তুলতেই তারও পেয়ে গেলাম। বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগ করার জন্য আমি তখন মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম। এ জন্য চেষ্টা করতে লাগলাম তারগুলোকে ইলেক্ট্রিসিটির সাথে জোড়া লাগাতে আর তারপর সেগুলো মোবাইলের সাথে লাইন দিতে। কিন্তু যেহেতু বিদ্যুৎ প্রবাহ পরিবর্তন করার জন্য কোনো এডাপ্টার নেই, তাই সম্ভবত এটা কোনো কাজ করবে না এবং শেষমেশ মোবাইলটাকেই খতম করে দেবে।

ঘুমুতে চেষ্টা করলাম। মেঝেতে লেপ নিয়ে ম্যাটের উপর শুয়ে পড়লাম, কিন্তু ঘুম এলো না। মন অস্থির হয়ে ছিল, কী ঘটতে যাচ্ছে ভেবে ভয় পাচ্ছিলাম। একই সাথে যৌক্তিক চিন্তাও করছিলাম, নিজেকে বলছিলাম, শেষমেশ ন্যায়বিচারেরই জয় হবে। নিজেই নিজেকে বলছিলাম, "তুমি জানো যে তুমি ভুল কিছু করোনি। অতএব তোমার নিজেকে দোষী ভাবার কোনো কারণ নেই। অথবা এমন কিছু দায়িত্বের জন্য উদ্বিগ্ন হওয়ার দরকার নেই, যা তুমি করোনি।"

মাথাভর্তি চিন্তা নিয়ে আধঘুম থেকে জেগে উঠলাম। নতুন একজন লোক এসেছে। সকাল হয়ে গেছে তখন। লোকটা আমার জন্য নিয়ে এসেছে চা, পরোটা আর পায়ে দেওয়ার জন্য একজোড়া ছেঁড়া-ফাটা চপ্পল। সে আমাকে জানিয়ে গেল যে, যখনই আমার কিছু লাগবে, তখনই যেন আমি দরজায় নক করি, তাহলেই একজন গার্ড চলে আসবে। তারা এলো, কিন্তু আমি দেখলাম যে তারা কিছুই জানে না। তাই একজন অফিসারের সাথে কথা বলার জন্য আমি চাপাচাপি করতে থাকলাম।

দ্বিতীয় দিন।

ওরা আমাকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেল। অবশ্য প্রথমে আমার মাথা মুড়ে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে নেওয়া হলো। বুঝতেই পারছিলাম, এবারের এই যাত্রা টয়লেটের উদ্দেশ্যে ছিল না। হুড তুলে নিলে দেখলাম, দরজার কাছে একজন সশস্ত্র গার্ড হাতে একটা কালাশনিকভ রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে আমার সাথে হেঁটে গিয়ে একটা গাড়ির ব্যাকসিটে আমাকে বসতে সাহায্য করল। গাড়ি করে বেশ দূরে চলে এলাম আমরা। কিন্তু গাড়ির আওয়াজ আর বাস্তবতা থেকে এটা স্পষ্ট ছিল যে, আমরা কোনো রাস্তার ধারে বসে নেই। এখনও ইসলামাবাদেই রয়ে গেছি আমরা। এমনকি আমি খুব অস্পষ্টভাবে গাড়ির রঙিন কাঁচের মধ্যে দিয়েও অনেক কিছু বুঝতে পারছিলাম; কারণ, হুডটা ছিল স্রেফ কাপড়ের।

আমি কান পেতে শুনলাম—এক পাকিস্তানী অফিসার কারও সাথে ইংরেজিতে কথা বলছে। সাধারণত পাকিস্তানীরা নিজেদের মধ্যে ইংরেজিতে কথা বলে না। তাই আমি ধরে নিলাম, সে নিশ্চয়ই কোনো আমেরিকান বা ব্রিটিশের সাথে কথা বলছে। আমি তাকে শুনলাম 'G10' বলতে। 'G10' হলো ইসলামাবাদের একটা জেলা, যেখানে আমার এক বন্ধু থাকত। আমাকে যে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছিল, সেটা বেশ জাঁকজমকপূর্ণ ছিল, একেবারে টিপিক্যাল 'G10' স্টাইলের।

আমাকে করা চারটা জিজ্ঞাসাবাদই এই বাড়িতে হয়েছে, যদিও সবগুলো একই ঘরে করা হয়নি। বোঝাই যাচ্ছিল ব্যবহারের দিক দিয়ে এটা একটা সাধারণ বাড়ি আর অবশ্যই বেশ স্বচ্ছল একজন ব্যক্তির বাড়ি। বড় সোফা আর বড় টিভি স্ক্রিন ছিল বাড়িতে। অনেক কিছুই দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। কারণ, ওরা আমাকে বাড়ির বিভিন্ন জায়গায়, এমনকি একবার একটা বেডরুমেও অপেক্ষায় রেখেছিল। সুবিশাল মেইন লিভিং রুমেও থামতে হয়েছে একবার। কখনও কখনও আমার বাথরুম ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়েছে, তাই এসব দেখার সুযোগ হয়েছিল আমার। দুঃখের ব্যাপার, পাকিস্তানীদের আচরণ ছিল গোলামের মতো। পশ্চিমাদের প্রতি এই উপমহাদেশের লোকজনের হীনমন্যতার একটা দৃষ্টান্ত ছিল এটা। তারা তাদের এসব বন্ধুদের জন্য যতটা সম্ভব সবকিছু আরামদায়ক করার চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত ছিল খুব। অনেকটা ভিক্টোরিয়ান স্টাইলের রেস্টুরেন্টের ওয়েটারদের মতো হাতের উপর তোয়ালে বিছিয়ে বিদেশী খাবার আর ড্রিংকস পরিবেশন করে যাচ্ছিল একের পর এক।

প্রথমবার আমার সাক্ষাৎ হয় দুজন আমেরিকানের সাথে। দুজনই ছিল সিভিলিয়ান ড্রেসে। বেশ বয়স্ক, সম্ভবত পঞ্চাশের শেষের দিকে বয়স দুজনের। তারা না নিজের আর না নিজেদের সংগঠনের পরিচয় আমাকে দিলো। আমরা বসেছিলাম ডাইনিং রুমে, ডাইনিং টেবিলে। এক পাশে হ্যান্ডকাফ পরে আমি বসে ছিলাম আর অন্য পাশে লোক দুজন বসা ছিল। রুমের ঠিক বাইরেই ছিল একজন সশস্ত্র পাকিস্তানী গার্ড। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। এগুলো হচ্ছেটা কী? আমি কখনও পাকিস্তানের ভেতর এরকম কিডন্যাপিং-এর কথা শুনিনি। যদিও ইসলামাবাদে থাকার সময় আফগানিস্তানে আমেরিকানরা আসার পর ওখানে এরকম বহু রাউন্ড-আপের কথা শুনেছি। পরে আমি অনেক বন্দীর কাছে শুনতে পেরেছিলাম যে, তাদেরও কীভাবে এরকম বা এরচেয়েও জঘন্যভাবে রাস্তাঘাট থেকে রেইড দিয়ে পাকিস্তানের ভেতরে কিডন্যাপ করা হয়েছিল।

অপহরণের পর চব্বিশ ঘণ্টারও বেশি সময় পেরিয়ে গিয়েছিল। আমেরিকানদের একজন আমার স্ত্রীর ড্রাইভিং লাইসেন্স আর মোবাইল ফোনসহ তার একটা পার্স নিয়ে এলো। যখন ওরা আমার স্ত্রীর ব্যক্তিগত জিনিসপত্র নিয়ে এলো, তখন আমি সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে গেলাম। ওদের কাছে আমার স্ত্রীর জিনিসপত্র কেন? কীভাবে এলো? ও কোথায়? কোনো খারাপ কিছু হয়নি তো ওর সাথে?

ইতোমধ্যেই ওরা আমার মানসিক দুর্বলতাটুকু ধরে ফেলেছিল। সেটা ছিল আমার তীব্র উদ্বেগ। যখনই আমি আমার স্ত্রী-সন্তানের ব্যাপারে ভাবতাম, আমি এই উদ্বেগ লুকিয়ে রাখতে পারতাম না। আমি তখন মনে মনে যুক্তি খুঁজছিলাম। কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম যে, এসব প্রশ্ন ছিল এক বিরাট ষড়যন্ত্রের একটি অংশ মাত্র। আমি আরও জানতে পারলাম যে, আমার ঘর থেকে অন্যান্য জিনিসপত্রও সরানো হয়েছে। আমার কম্পিউটার আর ৮০০০ ইউরোর মতো জমানো টাকা, যেগুলো আমাদের পরিবার আর বন্ধুরা ইংল্যান্ড থেকে আমাদের জন্য পাঠিয়েছিলেন।

ওরা আমাকে জিজ্ঞেস করল, আমি পাকিস্তানে কী করছি আর আমি আফগানিস্তানে ছিলাম কি না। কিন্তু আমি ওদের প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করলাম। বললাম,

আমাকে অবশ্যই একজন আইনজীবী বা ব্রিটিশ কাউন্সিলের সাথে কথা বলতে দিতে হবে। তারা বলল, "আমরা আপনাকে এদিক দিয়ে একেবারেই সাহায্য করতে পারব না।" তারপর তারা অস্পষ্ট ভাষায় আমাকে কিছু হুমকি দিলো। বুঝিয়ে দিলো যে, আমাকে এরচেয়েও খারাপ কোনো জায়গায় পাঠানো হতে পারে।

পরের দিন তারা আমাকে আবার ফিরিয়ে আনলো। কিন্তু এবার আমার সামনে ছিল ভিন্ন লোক। এক মহিলা আমাকে জিজ্ঞেস করল, আমাদের ব্রিটিশ পাসপোর্ট কোথায়? আমি পাসপোর্টগুলো কোনো একজনের ঘরে ফেলে এসেছিলাম। ওখানে আমি নিজের বাড়িতে ওঠার আগপর্যন্ত কিছুদিন ছিলাম। আমার কিছু ব্যক্তিগত জিনিসপাতি তখনও ওখানে রয়ে গেছে। এই আমেরিকান মহিলা আমার পাসপোর্ট কোথায় সেটা জানতে একটু বেশিই উদগ্রীব ছিল। আমি তাকে জানালাম, "কিছু মনে করবেন না, ওগুলো নিরাপদ জায়গাতেই আছে।"

তারা আমার পাকিস্তানী পাসপোর্ট নিয়ে গিয়েছিল। ওটা ঘরেই ছিল আমার সাথে। আগের দিন প্রথম জিজ্ঞাসাবাদের সময় তারা এটা নিয়ে এসে মন্তব্য করেছিল, "আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আপনার দ্বৈত জাতীয়তা আছে।" আমি বুঝতে চেষ্টা করছিলাম কেন ওরা এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, আর এটা দিয়ে কী-ই-বা বুঝাতে চাইছে। কিন্তু কোনো কুল-কিনারা পাচ্ছিলাম না। পাকিস্তানী পাসপোর্টটা ছিল মাত্র এক বছরের জন্য, যেটা আমি পেয়েছিলাম বার্মিংহামে। ভেবেছিলাম, আফগানিস্তানে থাকাকালীন সময়ে ওখানে থেকে পাকিস্তানে যাওয়া-আসার দরকার পড়লে এই পাসপোর্টটা ব্যবহার করব। সম্ভবত ব্রিটিশ পাসপোর্ট ব্যবহারের চেয়ে পাকিস্তানী পাসপোর্ট ব্যবহারই বেশি সহজ হবে, এই আশায় পাসপোর্টটা নিয়েছিলাম।

ওইদিন দুইজন আমেরিকানের মধ্য থেকে একজন ছিল আগের দিনের দুজনের একজন। সাথে ছিল আরও দুজন ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স অফিসার, যারা নিজেদেরকে এমআইফাইভ-এর এজেন্ট বলে দাবি করল। একজন ছিল তরুণী, আরেকজন তার নাম বলেছিল ইয়ান। আমি তার ব্যাপারে শুনেছিলাম আগে। অপহৃত হওয়ার কিছুদিন আগে বার্মিংহামে আমার এক বন্ধু শাকীলের সাথে কথা হয়েছিল। শাকীল আমাকে জানিয়েছিল, এমআইফাইভ থেকে ইয়ান নামের একজন আমাদের ইসলামিক বুকশপ দেখতে এসেছিল। বলেছিল, সে নাকি আমার সাথে কথা বলতে খুবই আগ্রহী এবং সে পাকিস্তান এসেছে আমার সাথে দেখা করার জন্য। আমি শাকীলকে বলেছিলাম, ওই লোককে আমার ফোন নম্বর দিতে আর এটা বলে দিতে বললাম, পাকিস্তান নেমে সে যেন আমাকে ফোন দেয়, যাতে আমরা দেখা করতে পারি। শাকীল তার বর্ণনা দিয়েছিল 'চশমাওয়ালা মোটকু এক আদমি' হিসেবে। বর্ণনা হিসেবে এটা একেবারে উপযুক্ত ছিল। এমনকি সে নাম বলার আগেই আমি তাকে চিনে ফেললাম।

এ নিয়ে তৃতীয়বারের মতো এমআইফাইভ আমার সাথে কথা বলতে চাইল, তাই আমি খুব একটা উদ্বিগ্ন ছিলাম না এটা নিয়ে। সম্ভবত আমি চিন্তার দিক দিয়ে একটু বেশিই সরল ছিলাম, আমি ভাবছিলাম সে আমার সাথে কেবল চা খেতেই এসেছে, যেভাবে আগে তার কলিগরা এসেছিল। তারা আসত উদ্বেগ প্রকাশ করতে এবং আশা

করি আমি তাদের সেসব উদ্বেগ দূর করতে পেরেছিলাম। আমি বেআইনি কিছু করিনি, অতএব আমি কারও কাছ থেকে কিছু লুকাচ্ছিলাম না। যখন আমি তার দিকে তাকালাম, তখন আমেরিকানদের সাথে থেকে বিদ্বেষ আর উদ্বিগ্নতার অনুভূতি থেকে ভিন্ন একটা অনুভূতি হলো আমার। আসলে আমি ওকে দেখে কিছুটা স্বস্তিবোধ করছিলাম। স্বস্তিটা কাজ করছিল এটা জেনে যে, সে একজন ব্রিটিশ এবং সে এসেছে ইংল্যান্ড থেকে। আমি শুরু করলাম, "দেখুন, আমি কি আপনার সাথে অন্যদের কাছে থেকে সরে একটু কথা বলতে পারি?"

—"না, তুমি পারো না।" এটা ছিল প্রথম ইঙ্গিত যে, আমেরিকান আর ব্রিটিশরা এই ঘটনায় সম্পূর্ণভাবে জড়িত ছিল।

—"ঠিক আছে। আমাকে কি ব্রিটিশ কনস্যুলেটের সাথে একটু যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া যাবে, যেহেতু আপনি আমার জন্য ওইভাবে কোনো দায়িত্ব নিতে চাচ্ছেন না... যদিও এটা এখানে আপনার কাজ নয়।"

—"আমি তোমাকে এখানে সাহায্য করতে পারব না। আমি কোনো সমাজকর্মী নই।"

—"আচ্ছা। এক ব্রিটিশ আরেক ব্রিটিশের প্রতি এই অনুরোধটুকু তো করতেই পারে। আমাকে শুধু এটুকু বলতে পারবেন কি যে, আমার পরিবার ভালো আছে কি না? শুধু এটুকু তথ্য আমাকে দিন।"

আবার সে বলল, "আমি দুঃখিত, এটা করার মতো অবস্থানে আমি নেই। আমি এ জন্য এখানে আসিনি।"

আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। অবাক হয়েছিলাম আমার ব্রিটিশ নাগরিক হওয়ার বিষয়ে স্পষ্টতই তার কোনো অনুভূতি নেই। এমনকি কাবুল থেকে বেরিয়ে এসে পরিবারের সাথে আমার অশ্রুসজল পুনর্মিলনের বেদনাদায়ক ঘটনা বলার পরও তার চেহারায় কোনো অনুভূতি দেখতে পেলাম না।

—"আপনি তাহলে আমাকে কী করতে চান? কেন এখানে এসেছেন আপনি?" জানতে চাইলাম।

—"বেশ, মনে হচ্ছে আপনি আরেকটি সুযোগ পেয়েছেন। এরকম দুবার সুযোগ কয়জনেই বা পায়! আপনাকে যা করতে হবে তা হচ্ছে আমেরিকানদের সাথে সহযোগিতা। এটাই সম্ভবত আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে।"

ইয়ান আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করল। প্রথমেই সে জানতে চাইল—কেন আমি আফগানিস্তানে ছিলাম? কী করছিলাম সেখানে? কার সাথে সেখানে দেখা করেছি আমি? তারপর জিজ্ঞেস করল আমার বসনিয়া পরিদর্শন সম্পর্কে। ১৯৯৯ সালের তুর্কী ভ্রমণ নিয়েও প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হলো আমাকে। আমি তাকে ঠিক ঠিক বলে দিলাম কেন আমি আফগানিস্তানে ছিলাম, কী করেছি সেখানে আর কোন পরিস্থিতি আমাকে সেখানে যেতে বাধ্য করেছে। তারপর সে আরও যতগুলো প্রশ্ন করল, সবগুলোরই একে একে জবাব দিলাম। আমি তখনও ভাবছিলাম, আমার লুকোনোর কিছু নেই, অতএব ভয় পাওয়ারও কিছু নেই।

খেয়াল করলাম, আমেরিকানরা কিছু নোট নিল। একসময় তাদের একজন উঠে ঘরের কোণায় গিয়ে একটা ফোনকল সেরে নিল। আমি তার কথার পুরোটুকু শুনিনি, কিন্তু সামান্য একটু অংশ আমার কানে আসে আর সেটাই আমার মাথায় গেড়ে যায়, "কান্দাহারের জন্য আরেকজনকে পেয়েছি আমরা।" আমি মহিলা অফিসারটির দিকে তাকালাম এবং হঠাৎ করেই একেবারে নিরাশার একটা অনুভূতি ছেয়ে ফেললো আমাকে। মহিলা আমার দিকে একবার ফিরে তাকিয়ে চলে গেল। ইয়ান আর তার সাথের এমআইফাইভ অফিসার উঠে দাঁড়াল। যেমন আচমকা এসেছিল ওরা, তেমন আচমকাই আবার চলে গেল। ব্রিটেনের এই দিকটি আমার কখনো দেখা হয়ে ওঠেনি। তারা হয়তো আমার ব্যাপারে ভাবছিল, "সে একজন পাকিস্তানী।" আমিও এটাই ভাবছিলাম। "কেন ওরা পাত্তা দেবে আমাকে? ওদের কাছে আমি স্রেফ একজন পাকিস্তানী।" ওদেরকে আমি আর কখনো দেখিনি।

সেই ঘরে ফিরে এলাম আবার, একা। সাথে নিয়ে এলাম মাথাভর্তি চিন্তা। অপরাধবোধ কুরে কুরে খাচ্ছিল আমাকে। পরিবারের কাছে পরিস্থিতির গুরুত্ব ছোটো করে তুলে ধরার অপরাধবোধের ছোরায় আহত হচ্ছিলাম আমি। আফগানিস্তানের জন্য ১১ সেপ্টেম্বর দিয়ে কী বোঝানো হচ্ছে সেটা আমার মাথায় ঢুকছিল না। ভবিষ্যতে কী হবে এবং অতীতে কী হয়েছে সেটা ভেবে নিজেকে কষ্ট দেওয়া বন্ধ করে দিলাম আর নিজের অপরাধবোধ কমাতে লাগলাম। গত দুমাসের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার ধকল এখনও আমি সামলে উঠতে পারিনি, যখন কাবুলে মার্কিন বোম্বিংয়ের তোড়ে আমাদের নতুন চমৎকার বাড়ি আর কর্মক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে বাধ্য হতে হয়েছিলাম।

পরের জিজ্ঞাসাবাদে শুধু আমেরিকানরাই ছিল। এদের মধ্যে একজনের নাম ছিল পল। তাকে বেশ বিষণ্ন দেখলাম। কারণ, আমি তার সাথে কথা না বলে ব্রিটিশদের সাথে কথা বলেছি। সে বলল, "নিজের কথা বলতে নিজের লোকের দরকার হয়, এটা পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিয়েছো তুমি। কিন্তু ব্রিটিশরা তোমার থেকে ওদের হাত ধুয়ে ফেলেছে, ওদেরকে আর দেখতে পাবে না তুমি। সুতরাং, তোমার সামনে একটা পথই খোলা আর সেটা হচ্ছে আমাদেরকে সহযোগিতা করা। আমরা আগে মানুষকে মুক্তি দিয়েছি..." তারপর একটা লম্বা বিরতি নিয়ে আবার মুখ খুলল সে। "আমরা তোমার জন্য জীবনটা সহজ করে দিতে পারি, অথবা করে দিতে পারি কঠিনও। তুমি এখানে হয়তো আমাদের প্রশ্নের জবাব দেবে আর নয়তো ঠিক এই কাজটাই করবে কান্দাহার আর গুয়ান্তানামোতে।"

আবারও আমি তাকে অনুরোধ করলাম আমাকে আশ্বস্ত করতে যে, আমার পরিবার ঠিকঠাক আছে। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে ব্রিটিশরা আমার জন্য এই কাজটা করে দেবে না, তাই জিজ্ঞেস করার মতো আর কেউ ছিল না। কিন্তু আমেরিকানরাও এই বিষয়টাতে আগ্রহ দেখালো না। জাস্ট বলল, "উহু, আমরা এই বিষয়ে কিছুই করতে পারব না।" আমরা G10 বাড়িটা থেকে বের হয়ে এলাম।

সেলে ফিরে আসার পর পাকিস্তানী প্রহরীদের কাছে আমি মিনতি করতে লাগলাম। যদিও আঙ্কেল সেদিন সেখানে ছিলেন না, যার সাথে আমার মনে হয়েছিল কিছুটা সম্পর্ক